রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৭ কার্তিক ১৪২৬/২৩ অক্টোবর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.৩১৮—বাংলাদেশ সরকারের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্যে উদ্ভাবনী নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

২। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বল করায় মন্ত্রিসভা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৯ আশ্বিন ১৪২৬/১৪ অক্টোবর তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৯ আশ্বিন ১৪২৬ / ১৪ অক্টোবর ২০১৯

বাংলাদেশ সরকারের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্যে উদ্ভাবনী নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিভিত্তিক 'গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামস কনসোর্টিয়ামের' চেয়ার ড. ক্যাথলিন পাইক তাঁর 'ফাইভ অন ফ্রাইডে' শিরোনামের ব্লগে উপর্যুক্ত ১০০ জনের তালিকা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য মানসিক রোগ অনুধাবন, প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উন্নয়নে অগ্রদূত এ-সকল নারীর ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কার্যকর উদ্যোগ বিবেচনায় তালিকাটি প্রণয়ন করা হয়। মানসিক অসুস্থতার বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী, অলাভজনক পদের নেতা, লেখক, শিক্ষক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসকগণ উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছেন।

মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে এবং এতৎসংক্রান্ত সকল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশে অটিজমসহ মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। দক্ষিণ এশিয়াসহ সারা বিশ্বে কার্যকরভাবে অটিজম-সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকায় মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের অবদান অপরিসীম। তাঁর যথাযথ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি-সংক্রান্ত খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার ও অন্যান্য নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু নিউরো ডেভেলপমেন্ট ও অটিজম-এর জন্য একটি ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং শিশুদের নানারূপ প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের লক্ষ্যে দেশে দশটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিশেষ ইউনিট চালু করা হয়। মূলত তাঁর উদ্যোগেই ২০১১ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় অটিজম বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই অনুবৃত্তিক্রমে গড়ে ওঠে 'সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক' — যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের আন্তরিক প্রয়াসেই ২০১৩ সালের মে মাসে অটিজম-সচেতনতা বিষয়ক বাংলাদেশের একটি প্রস্তাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন প্রতিবন্ধী-উন্নয়নে দেশে-বিদেশে নানাবিধ কর্মসূচি নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছেন, যা বিশ্বের সর্বমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হচ্ছে। উল্লেখ্য অটিজম শনাক্তকরণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রমাগত শ্রম প্রদান এবং আক্রান্তদের দুর্ভোগ হ্রাস ও সচেতনতা তৈরিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গত ০১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' মনোনীত হন।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন অটিজম-আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ যথার্থভাবেই উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই তালিকাভুক্তি অটিজম-সমস্যার গুরুত্ব-অনুধাবন এবং তা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর অসামান্য অবদানের-ই স্বীকৃতি।

প্রতিবন্ধী ও মানসিক স্বাস্থ্য খাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্যে উদ্ভাবনী নারী নেতৃত্বের তালিকায় মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর অন্তর্ভুক্তি আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বল করায় মন্ত্রিসভা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd